গোলকধাঁধার গল্প

সুমন সাজ্জাদ

গোলকধাঁধার গল্প

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

মুন্নী, কেয়া, ঝরা—
আমার তিনটি মাত্র বোন,
আমি তাদের একটি মাত্র ভাই!

সূচি

খড়ের পুতুল	৯
মুকুলের বউ	১৩
আতিশ	২৪
বাইশে শ্রাবণ	৪০
টিয়া পাখি	৫৪
মঙ্গলগ্রহে প্রেম	৭৪
ভবচক্র	৮৮
বরফ-পাহাড়	১০১
মিস্ট্রি	১২৩
খাবনামা	১৪৩
মোগাম্বো খুশ হুয়া	১৫৭
ঝুলন	১৬৯
তুই যা	১৮৩

খড়ের পুতুল

গল্পের বই ভেবে এই বই পড়বেন না; বরং মলাট বন্ধ করুন। বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিন, নিজেকে ভাবুন। তাকিয়ে দেখুন, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় আপনি নিজেই বিরাট এক উপন্যাস; আপনি নিজেই হয়তো-বা *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট* কিংবা ঢাউস এক *ওয়ার অ্যান্ড পিস*। ভিক্টোর হুগো যদি ভালো লেগে থাকে, তা হলে নিজেকে ভেবে নিতে পারেন *লা মিজারেবল*।

দস্তয়েভস্কি? ধুৎ ছাই! তলস্তয়? দাড়িওয়ালা ধর্মযাজক ও ধর্ষক! এবং অবশ্যই জমিদার! অবশ্য পরে জমিজমা সব বিলিয়ে দিয়েছেন। ধুৎ ছাই! শেষমেশ মরে পড়েছিলেন রেলস্টেশনের প্ল্যাটফরমে। আহা বেচারা। পরমেশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। কিন্তু আপনি? পাতায় পাতায় গল্প ঠাসা, শত শত হাজার হাজার চরিত্রের মাঝখানে আপনিই এক মহত্তম নায়ক অথবা নায়িকা; আপনার চারপাশে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ভিলেনেরা ঘুরছে। আপনি টের পাচ্ছেন অথবা পাচ্ছেন না।

মরূদ্যানের শান্ত-স্তব্ধ ছায়ার মতো আপনারও আছে এক বা একাধিক নায়িকা/নায়ক। আপনি তার/তাদের চুম্বনের নোনতা স্বাদ, স্পর্শের চুম্বক শিহরন, সঙ্গমের ঢেউভাঙা আকুলতার কথা ভাবতে পারেন। ভেবে দেখুন, আপনার হাতের রেখায় লুকানো আছে কত কত

ইতিহাস, বিলুপ্ত দিন, স্মৃতি। স্মৃতি মানেই তো আলো ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য। জল হাওয়া আর নিশ্বাসের মতো সেগুলো ঘুরেফিরে আসে।

আপনি হয়তো একটি নিধিরাম সর্দার। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই। হয়তো এতটাই সফল যে, লিফটে উঠে ছাদ ফুঁড়ে আপনি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেন অথচ নিজেকে খুঁজে পান না কোথাও। তা হলে, ধরে নিই আপনি ব্যর্থ? কী বলেন? রবীন্দ্রনাথের মতো আপাত-সফল। 'আপাত-সফল' কেন? আচ্ছা, আপনিই বলুন দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কী আছে রবীন্দ্রনাথে? ধুর! ন্যাকা ন্যাকা সব কথা। কোনো এক সিনেমার ডায়ালগে যেন শুনেছিলেন, 'রবিঠাকুর কেবল চলে যাওয়ার কথা বলেন, ফিরে আসবার কথা বলেন না।'

ধরা যাক, কালকের রাতটা আপনার খুব ভালো গেছে। পার্টি ছিল। ডিসেম্বরের শীতে যে রকম পার্টি হয়। আপনার সুদর্শন অথবা সুদর্শনা বিবাহিত কলিগটি আপনার আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছে। একটুকু ছোঁয়া লেগেই যা হওয়ার তাই হলো আর কি! কাচের গ্লাসে আঙুল ছুঁতেই পানিগুলো রঙিন হয়ে গেল, মাথার ওপর ঝাঁক বেঁধে উড়তে থাকল প্রজাপতি। পুরোই মার্কেজীয় ব্যাপার। ম্যাজিক রিয়ালিজম! দু-একটা ঘটনা এ রকম ঘটেই থাকে, হঠাৎ করে; অথচ হৃদয়সুদ্ধ পুড়তে থাকে। তাই বলে কি একে ভালোবাসা, মন্দবাসা বলা চলে! কয়েকটা দিন জ্বালায়, এই তো।

কোনো কোনো দিন হয়তো-বা অন্ধকার। পরিত্যক্ত বাড়ির আনাচেকানাচে পড়ে থাকা স্মৃতিগুলোকে জোড়া দিয়ে দেখতে পান সবুজ শৈশব, নারকেল পাতার চশমা, হাত ঘড়ি, মার্বেল অথবা পুতুলের সংসার। তারপর? ভাঙা কালভার্টের নিচে নবজাতকের লাশ। কার ছেলে গো? আহা, কী ফুটফুটে! মানুষের কাজ এইসব? দুপুরবেলার ভাত খাওয়া হলো না আপনার। কোথায় সেই সব! ত্রিশ বছর আগের কুপিবাতি জ্বলা ঘুমন্ত গ্রামের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে সেসব।

তারপর? অন্ধকার সিঁড়িতে আপনাকে জাপটে ধরে চুমু খেলো একজন। তারপর? মেঘলা যাত্রীছাউনিতে একজন বলল, 'তুমি এত

কুল! টিকটিকিও ততখানি কুল না।' তারপর? আপনি হয়তো ভাবেন, মায়ের প্রেমিক দেখতে কেমন ছিল। বাবার মতো সুন্দর? তারপর? যার হাতের তালুর ভেতর কালো বিন্দুর মতো তিল ছিল, তার হাতের ভেতর নাক ডুবিয়ে তুলে নিলেন সমস্ত পৃথিবীর মিষ্টি গন্ধ। তারপর? উপবাসী মন। তারপর? কত কত সন্ধ্যায় ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করেছে দেওয়ালের রেলিং থেকে।

প্যাঁপ্যাঁ...ভু...উ...উ... প্যাঁপ্যাঁ... আপনার ধ্যান ভাঙে।

গাড়ির জানালায়, 'খালাম্মা বইটা নিবেন? খুব ভালা বই। গরিব মানুষ। বইটা নিবেন?' কিংবা, 'আঙ্কেল, ফুলগুলা নেন। চল্লিশ ট্যাকা দিয়েন।' আপনি হয়তো হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নিতে চান। কিন্তু কাকে দেবেন? মৃত মানুষ ছাড়া কাকে ফুল দেবেন আপনি? খ্রিস্টান কবরখানায় ঘুমিয়ে থাকা মেরিলিন রোজারিওর এপিটাফের ওপর বিছিয়ে দেবেন—'ওয়ান্স মিট, নেভার ফরগটেন।' আপনার ভেতর থেকে এক পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে।

আপনি হয়তো বইটার দিকে তাকিয়ে দেখেন, 'পজিটিভ মাইন্ড'। হুম, আপনার পজিটিভ হওয়া দরকার। বি পজিটিভ। কিংবা হাতড়ে দেখেন দালাই লামার হ্যাপিনেজ বিষয়ক মিষ্টি মিষ্টি কথা। 'দ্যা আর্ট অব হ্যাপিনেজ/অ্যা হ্যান্ডবুক ফর লিভিং'। আপনার হ্যাপিনেজও দরকার। সুখ। থেরাপিস্ট বলেছে। থেরাপিস্ট মানে, সাইকো থেরাপিস্ট। বেঁচে থাকতে হলে এই শহরে এসব লেগেই থাকে। কিন্তু হ্যান্ডবুক কোথায়?

কিংবা ধরুন, ওই যে, আপনার সেই ছেড়ে যাওয়া মানুষটা! কী সুন্দর—বউ অথবা স্বামী নিয়ে...! স্বর্গবাস? না, না! ওটা বললে মৃত্যু-মৃত্যু গন্ধ লাগে; সেদিন কে যেন বলল, খুব ভালো আছে। কক্সবাজার-পাতায়া-সিঙ্গাপুর। একেবারে রাম-সীতা। লাইলি-মজনু। আর কী কী যেন আছে না। তা থাকুক।

সে যাই হোক, আপনার পজিটিভিটি দরকার। আপনি তাই দুটো গান, একটি বই, আধখানা সিনেমা, ইউটিউব, প্রোফাইল পিকচার—

এইসব করেন-টরেন। হায়, তবু কোথায় সে? হিরোশিমা পুড়ে যায়, নাগাসাকি পুড়ে যায়। সমুখে নাকি শান্তিপারাবার!

যত খারাপই হোক বউ তো/স্বামী তো। তিনটি ঘর, দেওয়াল, জানালা, দরজা, আসবাব; এসবের ভেতরে থাকা একটা মানুষ তো। হোক না সে ওয়ালম্যাট, ফ্লাওয়ার ভাস। ট্রেনে কাটা পড়ল। ছিন্নভিন্ন শরীর। কেন পড়ল? ইচ্ছেমৃত্যু? স্বেচ্ছায় মৃত্যু বেছে নেওয়া মানুষের দলে আপনি নেই। আপনি জানেন না, কেন সে মৃত্যুর কাছে কড়া নাড়ল। নাকি মৃত্যুই তাকে চেয়েছিল? কে জানে?

অন্ধকার টানেলের শেষপ্রান্তে শেষ আলোর মতো কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকে আপনার জন্য। বলে, 'ভেবো না। আছি তো।' বলে, 'এত সুন্দর তুমি! মনে হয়, তোমার হাতে হাত রেখে মরে যাই।' মহাকাব্যিক এই মিথ্যার সামনে আপনি হয়তো হাসেন; সবুজ কাঁটামেহেদি গাছে স্বর্ণলতার মতো দুলে ওঠে আপনার উপবাসী মন, উপবাসী শরীর।

কিন্তু তারপরও, হ্যাঁ তারপরও আপনি হয়তো একটি খড়ের পুতুল। তবু আপনার হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে, চোখ আছে। একটি হৃদয়ও আছে। সবই জ্যান্ত। তা হলে কেন আপনি অন্যের লেখা এইসব বানোয়াট আর স্টুপিড গল্পের ভেতর ঢুকতে যাবেন? এই মুহূর্তে আপনি নিজেই একটা গল্প। কিংবা অজস্র গল্পের ঝুড়ি। গল্পগুলো জোড়া দিতে দিতে আপনি একটা উপন্যাস। উপন্যাসগুলো জোড়া দিতে দিতে আপনি একটা আস্ত জীবন।

দয়া করে গল্পের বই ভেবে বইটা পড়বেন না। দয়া করে গল্প ভেবে গল্পটা পড়বেন না।

মুকুলের বউ

মুকুল পালের বউয়ের ব্যাপারটা বলতেই হয়; কারণ, বিষয়টা রাশেদের ফ্যান্টাসির ভেতর ঢুকে ইতিহাসের আঠালো পাতায় আটকে সটান দলিল-দস্তাবেজের হিজিবিজি কালো অক্ষরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিশেষত ওর বাবা মারা যাওয়ার পর দলিলের মেটে রঙের স্মৃতির মতো বেরিয়ে এলো মুকুল পালের বউ। তাই না বলে উপায় নেই; না ভেবে উপায় নেই; দলিলের হিজিবিজি অক্ষরগুলো হৃদয় খুঁড়ে ডাকছে, আয়, আয়, আয়...

মুকুল পালের বউ। সিঁথির ভাঁজে, মাঝখানে বয়ে চলেছে সিঁদুরের রক্তিম নদী—টকটকে লাল। লাল টিপ। অনিন্দ্য আর্য রমণী। প্রতিমা যেন—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু... জিভ বেরোলেই কালী, না বেরোলে দুর্গা, বীণা বাজালেই সরস্বতী। লক্ষ্মী সে হতে পারেনি। তা হলে মুকুল পালের টাকা-পয়সা থাকত, নিউ মার্কেটের পুকুর পাড়ে টং দোকানে বসে হালুয়া-রুটি বেচতে হতো না; সেই ভোরবেলায় যাও, রুটি বেলো, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাতে, কাকলি-পদ্মা-রূপকথা-সত্যবতী হলের নাইট শো ভাঙার পর সিনেমাফেরত লোকদের পেছন পেছন বাড়ি ফেরো। এই এক চক্রের ভেতর আটকে যেত না মুকুল পালের রাতদিন। আর ততক্ষণে পরিতোষ মোদকও সময়-অসময়ে মুকুল পালের বউয়ের কোলে মাথা রেখে...

তার আগে বলা ভালো, দলিলের সঙ্গে সম্পর্ক কী? জবাব মূলত একটাই—বেচা ও বিক্রির। দাগ-নকশা-খতিয়ানের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না রাশেদ। বিএস, আরওআর, বিআরএস—এসব বুঝতে গেলে জমিজমা সংক্রান্ত বইপুস্তক পড়তে হবে দশ খণ্ড। রাশেদের বাবা মরে গেলে ভাগাভাগির ব্যাপারটা এলো আর তখনই পুরানো ট্রাংক খুলে বেরিয়ে এলো মেটে রঙের চার-পাঁচটা দলিল। হাত বদলের ইতিহাস—বসন্তকুমার থেকে বিজয়চন্দ্র, বিজয়চন্দ্র থেকে ফণীভূষণ, ফণীভূষণ থেকে মধু পাল, মধু পাল থেকে মুকুল পাল, মুকুল পাল থেকে পরিতোষ মোদক, পরিতোষ মোদক থেকে মহসিন আলি, 'অদ্য হইতে আপনি আমার যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান। মালিক দখলকার হইয়া মালিক সরকারের দেয় রাজস্বাদি যথারীতি আদায় পরম সুখে ভোগদখল ও তছরুপ করিতে রহেন। তাহাতে আমি কিংবা আমার ওয়ারিশানগণের কাহারও কোনো দাবি-দাওয়া নাই।'

সারা দিন ভূমি অফিস, পৌরসভা, উকিলের দপ্তরে ঘুরে বেড়িয়ে হাতে পেল বাগবাড়ি মহল্লার বিশাল এক পর্চা। রাশেদ জীবনে কখনো মহল্লার মানচিত্র দেখেনি। গুগল ম্যাপে একবার দেখেছিল, তাও কেবল মেয়েকে বাড়ি চেনাতে গিয়ে। আজ ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে জমির পর্চা উল্টেপাল্টে দেখল, 'আরে আরে এখানেই তো আমাদের বাড়ি, বাড়ির পাশে মন্দির, এখানে একটা শিমুলগাছ ছিল, পুবদিকে নীরদের পুকুর, আরও পুবে যেখানে অটো রাইস মিল সেখানে ছিল নীরদের ভিটা, আরও পুবে নীরদের বাড়ির ওপর এখন একটা মাদ্রাসা, মাদ্রাসার পাশে বিশাল সেই বিল, প্যাচপ্যাচে কাদা, ঘুড়ি ওড়াবার মাঠ... ধানখেত...বিলের ওই পারে ধু-ধু জমির ওপর দিয়ে একটা রাস্তা...' রাশেদ ভাবত, রাস্তাটা কোথায় গিয়ে মিশেছে।

মধু পালের জায়গা কিনে রাশেদের বাবা বাড়ি বানিয়েছে ১৯৮০ সালে। তুলসীতলায় জল আর রক্ত গড়িয়ে সেও তো অনেক দিন। এরশাদ যখন ক্ষমতায়, দলে দলে হিন্দুরা যখন ওই পারে যাচ্ছিল, রাশেদ তখন শিশু, কিশোর অথবা বালক। সে সময়, কোনো একদিন

আচমকাই হয়তো-বা শংকারদা নেই। চলে গেছে। সুবলদা নেই, চলে গেছে। সুমন্তদা নেই, চলে গেছে। জিজ্ঞেস করলে কাকা বা কাকিমারা হয়তো বলে, 'কলিকাতা মাসির বাড়ি গেছে। আইবো...'; অন্যদিন হয়তো বলে, 'জামালপুর পিসির বাড়ি গেছে। পিসির অসুখ।' তারপর হয়তো 'ডাইলের বড়ি শুকাইছে কিনা দ্যাখতো পাপড়ি' বলে মণি কাকিমা সরে যান। অনেক অনেক দিন পর হয়তো-বা রাশেদ শুনতে পায় নিতাইয়ের কাছে, 'দাদায় তো দিল্লি গেছে গা, দোকানে কাম করে।'

'কীসের দোকান?'

'ওষুধের।'

'অনিল কাপুররে দেখছে বোধ হয়!'

'কী জানি! কাউরে কইস না...'

'আচ্ছা, কমুনা...'

'শ্রীদেবীরে দেখছে বোধ হয়...'

'দেখতে পারে... কাউরে কইস না কিন্তু দাদায় যে দিল্লি গেছেগা... মা বকব!'

'আচ্ছা, কমুনা। ডরাস ক্যা?'

'ডরাই না।'

'তাইলে?'

'এমনেই...'

মন্টু ড্রাইভারের বাড়িভিটা, পুকুর, জমি সব যখন বাকি সাহেব দখল নিতে এলো তখন জানা গেল বেচাবিক্রি করে মন্টু ড্রাইভাররা চলে গেছে। আর আসবে না। মন্টু ড্রাইভারের মেয়ে চম্পাকে আর দেখবে না? রাশেদের খেলার সঙ্গী ছিল। একটু বড় হতেই আর খেলতে আসে না। রাস্তায় দেখা হলে চম্পার বড় বোন গীতাদি বলে, 'বাড়িত যাইস।' তার আগেই তারা চলে গেছে। শুধু শোনে, চলে যায়, চলে যাচ্ছে, আসে না, আসবে না।

ওরই মধ্যে পৌষের এক রাতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে রাশেদের ঘুম ভাঙে। তখনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি পাড়ায়। হারিকেনের আলোয় বাবার পেছন পেছন পা টিপে টিপে বের হয়। চোর-ডাকাতের অত্যাচার তখন বেড়ে গিয়েছিল। মুকুল পালের বাড়ির সামনে ভিড়। কুপি বাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে রমেন কাকা, পরেশ কাকা, হিমাংশু কাকা—আরও কারা কারা যেন।

'কী মুশকিলের কতা কও তো...!'—রমেন কাকা বলে।

'কী করমু আমি, তুমরাই কও! আইজ বেড়া কাটছে, কাইল ঢিল মারছে, পরশু কী করব তার আন্দাজও তো করবার পারি না।'—উদ্বিগ্ন মুকুল পাল জবাব দেয়। হাঁপানির গমকে শোঁ শোঁ করছে তার গলা।

হিমাংশু কাকার চোখে সব সময় ভয় লেগে থাকে। রাশেদ এখনো সেই হিম লাগা ভয়ের মুখ দেখতে পায়। চিরকালের ফিসফিসানো গলায় বলে, 'থাক। এত কতার কাম নাই।' অন্ধকারের আড়ালে পাড়ার বউ-ঝিরা মুখ লুকিয়ে আছে। আর ফিসফিস, ফিসফিস। যেন শুনে ফেলবে কেউ, যেন অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে কান পেতে আছে কেউ। আর শুনে ফেললেই বিপদ।

রাশেদের বাবা মহসিন আলি ভেবেছিল কারো বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। কিন্তু চোর বা ডাকাত না। ইঙ্গিত অন্য কোথাও। রাশেদ বোঝে অথবা বোঝে না। পরদিন নিতাই অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছিল। মুকুল পালের ঘরে কী আছে রে! রুটি বেচে খায়। যা আছে, তার দিকেই হাত পড়েছিল। ওই রাতেই যে যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল। নিতাই এও বলেছিল, দেখিস তো পরিতোষ কাকা কী করে!

কী করে? সে তো কেবল মাথাই রাখে মুকুল কাকার বউয়ের কোলে। নিতাই বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হাসে, 'তোর বউ আমারে দিবি?' অদ্ভুত একটা ছেলে। কী কী যে করে! বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল দুইবার। বডি বিল্ডার হওয়ার শখ ছিল। ব্রুস লি ওর প্রিয়। পাথরের মতো বুক শক্ত করে বলত, 'ঘুষি দে দেহি!' কী করতে কী করে, কী বলতে কী বলে, বোঝা মুশকিল। কিন্তু পৌষ রাতের ঘটনার সঙ্গে